অন্তহীন প্রহর

মূলঃ
আবু ইয়াহইয়া

অনুবাদ :
মুশফিক হাবীব

মাকতাবাতুল হাসান

অর্পণ

মা!
নাড়ি ছেঁড়া যন্ত্রণার অমোঘ পরিণতি কী
কেবল তুমিই জানো।
বাবা!
তোমার এক ফোঁটা ঘামের মূল্য
আমার জীবন থেকেও বেশি।
(অপরিশোধ্য তোমাদের এই ঋণ)

—মুশফিক হাবীব

লেখকের ভূমিকা

ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) কে ইউরোপের সেসব গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হয় যাদের চিন্তা ও দর্শনের ওপর পশ্চিমা সভ্যতার বিদ্যমান ভিত গড়ে উঠেছে। ভলতেয়ারের সময়ে পর্তুগালের লিসবন শহরে ভয়াবহ রকমের এক ভূমিকম্প হয়, যার সঙ্গে আগত সুনামী তুফান এবং এরপর শহরে ছড়িয়ে পড়া আগুন প্রলয় ঘটিয়ে দেয়। এতে লাখো মানুষের বসত এ শহর পুরোদস্তর বিধ্বস্ত হয়ে পড়ে। এ দুর্ঘটনা গোটা ইউরোপকে কাঁপিয়ে তুলে। নিছক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেই নয় বরং চিন্তা ও দর্শনের জগতেও এ ধ্বংসযজ্ঞ ব্যাপক প্রভাব ফেলে। প্রচলিত ধর্মগুরুরা অভ্যাস অনুযায়ী একে খোদার আযাব হিসেবে অভিহিত করে। কিন্তু সময় এখন বদলাচ্ছে। তাই বড় রকম এর নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সামনে এলো। এ ঘটনার প্রেক্ষিতে ভলতেয়ার প্রথমে "Poem on the Lisbon Disaster" নামে একটি কবিতা এবং পরে "Candide" নামে একটি উপন্যাস লিখেন। যার মূলকথা ছিল এই, আধুনিক বিশ্বে খ্রিস্টানদের প্রচার করা এমন কোনো ঈশ্বর-ভাবনার সুযোগ নেই যার প্রেরিত আযাব অপরাধী ও নিরপরাধ সবাইকে নির্বিচারে ধ্বংস করে দেয়।

ভলতেয়ারের এ কাজ প্রথমে প্রচণ্ড বিরোধিতার মুখে পড়ে। কিন্তু এতে বর্ণিত চিন্তা-দর্শন খুব দ্রুতই সময়ের ভাষায় রূপান্তরিত হয়। খোদার দিকে সম্বন্ধকৃত ভুল ধারনার প্রতিক্রিয়া মানুষকে ধীরে ধীরে আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়। পরে এমন এক সময় এলো যে, পশ্চিমা দেশগুলোতে খোদার নাম নেওয়াটাও এক ধরনের নির্বুদ্ধিতার কাজ বলে গণ্য হতে লাগলো। কবি আকবর এলাহাবাদী তার এক কবিতায় এ অবস্থাটি চিত্রিত করতে গিয়ে বলেন,

"থানায় গিয়ে রিপোর্ট জানায় প্রহরী

এযুগেও খোদার নাম জপে আকবরী।"

পরবর্তী সময়ে এসে খোদার প্রতি বিশ্বাস কোনো না কোনো ভাবে তো মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরকালের বিশ্বাস যা মূলত আল্লাহ তায়ালার পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারের প্রমাণ এবং পৃথিবীতে সংঘটিত যাবতীয় অন্যায়ের প্রতিকার-তা কখনো ব্যাপক হতে পারেনি। ভলতেয়ার এমন এক খ্রিষ্টধর্মীয় বিশ্বাস পোষণ করতেন– যেখানে পরকাল ব্যাপারটি ছিল অত্যন্ত অস্পষ্ট এবং অযৌক্তিক

ধারণায় ভরপুর। ফলে তার মনে জেগে ওঠা আপত্তিগুলোর সঠিক সমাধান তিনি পাননি। এভাবেই তিনি খোদা ও পরকালকে অস্বীকারকারী আন্দোলনের গোড়াপত্তনকারী হয়ে যান, যা আজ পৃথিবীর সর্বত্র দাপিয়ে বেড়াচ্ছে।

সৌভাগ্যবশত মুসলমানদের কাছে কুরআনের মতো কিতাব রয়েছে, যাতে বিবৃত হয়েছে, দুনিয়ার জীবনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত ধাপ হলো আখেরাত। এ কুরআন ছাড়া মানবজীবন ও বিশ্বচরাচরের কোনো বিষয়ই সঠিকভাবে বুঝা সম্ভব নয়। ইউরোপের মুক্তচিন্তার যুগের মতো আজ মুসলিমসমাজেও রক্ষণশীল ধার্মিক ও লাগামহীন মুক্তমনাদের মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গেছে। এ সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে এখানে কোনো ভলতেয়ার সৃষ্টি হওয়ার পূর্বেই আল্লাহর রহমতে উপন্যাসের ভাষায় মানবজীবনের দ্বিতীয় ও চূড়ান্ত অধ্যায়ের কিছু বিবরণ পাঠকদের সামনে তুলে ধরছি।

বিষয়টি নিয়ে এজন্য আলোচনা করছি যে, সাহিত্যে অনুরাগী পাঠকগণ সাধারণত গুপ্তচরবৃত্তি, প্রেম-ভালোবাসা, ঐতিহাসিক ও সামাজিক বিষয়ে লেখা উপন্যাসের সাথেই পরিচিত, যেগুলো সাধারণত আমাদের অঞ্চলে লেখা হয় এবং পড়া হয়। অথচ উপন্যাস রচনার পরিধি মূলত এরচে বহুগুণ বিস্তৃত। প্রতিটি উপন্যাসের পটভূমি, প্রারম্ভিক আলোচনা, ঘটনা এবং সংলাপ তার নিজস্ব স্টাইলে হয়ে থাকে; যার ওপর উপন্যাসের ভিত্তি রচিত হয়। "*অন্তহীন প্রহর*" এমনই একটি অভূতপূর্ব উপন্যাস। অভূতপূর্ব হলেও এটি মূলত একটি কল্পনা। প্রত্যেকটি উপন্যাসই একটি কল্পনা, যা চিন্তাজগতে বা কল্পলোকে সম্ভাবনার এক ভিত গড়ে তোলে। এ ভিত সম্ভাবনার আকাশ যতোটাই স্পর্শ করুক এর ভিত্তি কিন্তু বাস্তবতার ভূমিতেই প্রোথিত। আমার এ উপন্যাসটি মৌলিক বিষয়বস্তু এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলীর বিচারে একটি ফিকশন। তবে এ ফিকশন আপনাকে সম্ভাবনার যে জগতের সাথে পরিচিত করবে তা এ পৃথিবীর সবচে' বড় বাস্তবতা। দুর্ভাগ্যবশত এ বাস্তবতা আজ মানুষের দৃষ্টির আড়ালে। কিন্তু সেদিন খুব বেশি দূরে নয়, যখন সম্ভাবনার এ জগত উন্মুক্ত ও প্রকৃষ্ট বাস্তবতা হিসেবে প্রকাশ পাবে।

কথা যদি এখানেই শেষ হতো, তবুও এ উপন্যাসের পাঠ আকর্ষণবোধ থেকে খালি হতো না। কিন্তু ব্যাপার হলো, খুব দ্রুত বা খানিকটা বিলম্বে এ উপন্যাসের সকল পাঠক এবং দুনিয়ায় বসবাসকারী প্রতিটি মানুষ এ ফিকশনের অংশ হবে এবং অনিবার্যরূপে এর কোনো না কোনো অধ্যায় অতিক্রম করবে। এ কারণটিই মূলত আমাকে এ ময়দানে কলম চালাতে উদ্বুদ্ধ করেছে।

আমার উদ্দেশ্য কেবল এই যে, অদৃশ্যে লুকানো সম্ভাবনার এ জগৎকে ফিকশনের মাধ্যমে এক জীবন্ত বাস্তবতা বানিয়ে মানুষের সামনে উপস্থাপন করা। এটা বড় আয়াসসাধ্য ও স্পর্শকাতর কাজ। কারণ, অনাগত এ জীবনের কোনো বাস্তব চিত্র আমাদের সামনে নেই। এ উদ্দেশ্যে কল্পনার ঘোড়াকে লাগামহীন দৌড়ানোরও কোনো সুযোগ নেই। সৌভাগ্যবশত শেষ নবীর বর্ণনা থেকে অনাগত ওই জীবনের যে চিত্র আমাদের সামনে ভেসে ওঠে, তার ওপর ভিত্তি করেই আমি ওই জীবনের দৃশ্যপট উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছি। এ কাজে উপন্যাস রচনার রীতি অনুযায়ী সংলাপের আশ্রয়গ্রহণ এবং চরিত্র চিত্রণ ছিল অপরিহার্য। স্পর্শকাতর এ কাজটি করতে গিয়ে প্রতিটি পদক্ষেপে আমি মহান আল্লাহর সুউচ্চ গুণাবলী সংশ্লিষ্ট কুরআনের বর্ণনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস সামনে রেখেছি। এরপরও ভুল ভ্রান্তি থেকে যাওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। আমি আল্লাহ তায়ালার কাছে তার শ্রেষ্ঠত্বের অসিলায় ক্ষমাপ্রাপ্তির আশা রাখি।

এখানে পাঠকের সামনে আমি এ কথা জানানোও কর্তব্য মনে করছি যে, প্রথমে এ উপন্যাসটি আমি সাধারণ মানুষের জন্যে প্রকাশ করতে চাইছিলাম না। আমি তো কেবল কেয়ামত দিবস সম্পর্কে ব্যক্তিগত কিছু অনুভূতি শব্দের খাঁচায় আবদ্ধ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখতে দেখতেই এ উপন্যাসের প্রথম আটটি অধ্যায় কয়েক দিনে শেষ হয়ে গেল। এরপর এগুলো পড়তে গিয়ে মনে হলো, এখানে যা কিছু লিখেছি তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত হবে না। তবে কয়েকজন বন্ধুকে এ রচনাংশটি দিলাম তাদের মতামত জানার জন্যে। তাদের অভিমত ছিলো আমার সম্পূর্ণ উল্টো। রচনাটি তাদের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেললো। তাদের অধিকাংশের জন্যে এটি ছিলো হৃদয়-প্রকম্পিতকারী এবং জীবন বদলে দেওয়ার মতো অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা। তাদের প্রবল তাগাদা ছিলো, উপন্যাসটি পূর্ণ করে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হোক।

এতকিছুর পরও এটি পূর্ণ করার ব্যাপারে আমি ভেতর থেকে কোনো সাড়া পাচ্ছিলাম না। কিন্তু বন্ধুদের পীড়াপীড়ি যখন সীমাহীন বেড়ে গেল, তখন অবশিষ্ট কাজ পূর্ণ করার পূর্বে আমি এস্তেখারা শুরু করলাম। এস্তেখারার মাধ্যমে ভেতর থেকে ইতিবাচক একটি আওয়াজ পেয়ে উপন্যাসটি পূর্ণ করে ফেললাম। বন্ধুদের পীড়াপীড়িতে উপন্যাসটি পূর্ণ তো হয়ে গেল, কিন্তু তখনও আমি ব্যাপকভাবে প্রচারের পক্ষে ছিলাম না। কিন্তু উপন্যাসটি পূর্ণ করার কয়েকদিন পর আমার কাছে মনে হলো, কোনো এক ধ্বংসাত্মক ব্যাধি মুসলমানদের ঈমান-আক্বীদার সুরক্ষিত কেল্লার দরোজায় দাঁড়িয়ে মৃত্যুর ঘণ্টাধ্বনি পেটাচ্ছে। তখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলাম, উপন্যাসটি অবশ্যই ছাপবো। ইনশাআল্লাহ।

অনুবাদকের কথা

১.

পাকিস্তানের শক্তিমান লেখক ঔপন্যাসিক আবু ইয়াহইয়া আনকোরা এক পথে হেঁটেছেন। বৃত্তের একদম বাইরে গিয়ে পরকালকে উপজীব্য করে তিনি রচনা করেছেন অনন্য উপন্যাস "*জাব যিন্দেগী শুরু হোগী*"। এতে তিনি কবর, হাশর, কেয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম প্রভৃতি বিষয়ে কুরআন হাদীসে বিবৃত বিভিন্ন অবস্থাকে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র ও দৃশ্যের মাধ্যমে চিত্রায়ণ করেছেন। এ চিত্রায়ণে তিনি বেশ দক্ষতা ও ঋদ্ধহস্তের প্রমাণ দিয়েছেন। তিনি যখন কোনো ব্যর্থ মানুষের অপদস্ততা বা শাস্তির ভয়াবহতা কিংবা পরিস্থিতির ভীতিপ্রদতার বর্ণনা দেন তখন অজানা এক আশঙ্কা পাঠকের বুকের ভেতরটায় মোচড় দিয়ে ওঠে। আর যখন তিনি কোনো সফল মুমিনের সফলতা ও নেয়ামত লাভের দৃশ্য চিত্রায়ণ করেন তখন মহাপ্রাপ্তির আশায় চকচক করে ওঠে পাঠকের আঁখিযুগল। অভাবিত এক পুলক বয়ে যায় তনুমনে।

উপন্যাসটির অভিনব বিষয়বস্তু, উত্তম বিন্যাস এবং প্রতিটি বিষয়ের চমৎকার দৃশ্যায়ন পাঠকের ভাবনার জগতে ঝড় তুলবে নিঃসন্দেহে। এ ঝড়ে মূলোৎপাটিত হবে অবিশ্বাসী পাঠকের ঠুনকো সব আপত্তি ও অভিযোগ। একই সাথে তার হৃদয়ের উর্বর ভূমিতে রোপিত হবে বিশ্বাসের চারা। সযত্ন পরিচর্যায় যা একদিন পরিণত হবে সুবিশাল মহিরুহে। আর বিশ্বাসী পাঠক তার বিশ্বাসের জায়গাগুলো উপলব্ধি করবে সম্পূর্ণ নতুনভাবে ও সবিস্তারে। এতে তার বিশ্বাস হবে আগের চেয়ে বহুগুণ মজবুত, সুদৃঢ় ও শাণিত।

২. আমাদের অগ্রজ তরুণ আলেম লেখক সালাহউদ্দীন জাহাঙ্গীর ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দের রমযানে। রমযানের কোনো এক অবসন্ন বিকেলে ব্যস্ত নগরী ঢাকার মানুষগুলো যখন স্বীয় গন্তব্যের দিকে ব্যগ্র ছুটোছুটি করছে তখন 'সাজা ভাই' খানিকটা এগিয়ে এসে আমাকে রিসিভ করে নিয়ে গেলেন পল্টনস্থ মহিলাকণ্ঠের অফিসে। অফিসেই ইফতার করলাম, নামায পড়লাম। নামাযের পর দু'জনের মধ্যে দীর্ঘ সময় আলোচনা হলো। আলোচনার এক ফাঁকে 'সাজা ভাই' পাকিস্তানের ধীমান লেখক আবু ইয়াহইয়ার অনবদ্য রচনা "*জাব যিন্দেগী শুরু হোগী*" আমার হাতে ধরিয়ে দিলেন। বললেন,